Proletari di tutto il mondo, unitevi!

che fare

Poste Italiane sped. in A.P. 70% -D.C. Roma

euro 2,00

Giornale dell'Organizzazione Comunista Internazionalista

n. 78

maggio 2013 - ottobre 2013

Contro l'europeismo! Contro l'anti-europeismo nazionalista e leghista!

Sulla scia di Monti, il governo Letta continua l'attacco contro i lavoratori, varando una "nuova" più autoritaria repubblica e partecipando alle guerre Onu-Ue-Nato contro i popoli e gli sfruttati dell'Africa e del Medioriente.

Proletari di tutto il mondo, unitevi!

che fare

Poste Italiane sped. in A.P. 70% -D.C. Roma

euro 2,00

Giornale dell'Organizzazione Comunista Internazionalista

n. 78
maggio 2013 - ottobre 2013

The main responsibles of the Savar massacre are here in Italy, in Europe, in the Western countries!

Wednesday on April 24, 2013, an eight-story building collapsed, in the town of Savar, near Dhaka, the capital of Bangladesh. The building, that housed five textile factories with about three thousand workers, had been declared unsafe time ago. The day before, workers noticed cracks in the upper floors of the building and protested, but were threatened and forced into working anyway by supervisors. The consequence was a tragedy: more than 1,000 workers (mostly women and youths) died under the rubble.

Immediately after the collapse, thousands of female and male workers invaded the streets of Dhaka, claiming justice for Savar victims and security in workplace.

Protesters did not direct their anger only against the bosses and the local government, but also denounced the interests and the pressures of Western garment multinational corporations lying behind the Savar massacre. Actually, almost all the clothing industries of Bangladesh work for these big companies. Big garment brands are the first responsible of the terrible conditions (monthly salaries of 30 euros, very long working hours and lacking safety measures) imposed on Bangladesh factory workers.

Five century of colonialism and imperialism have led to extreme poverty in Bangladesh. For many years Western capitalists exploited this situation to impose almost slave conditions. But nowadays, on the wave of industrialization process in China and Asia, a numerous and young working class developed also in this little but very populated country. Workers of Bangladesh are not willing to be passive anymore. They are fighting to improve their conditions, just like the other Asian workers do. What happened in Dhaka demonstrates that.

We communist militants of the OCI greet the street protests of workers in Bangladesh. We are committed to throw light on first responsible of the Savar massacre, starting from Italian garment brands. We denounce that Western capitalistic powers are attempting to Asiatic workers life, inciting rivalry between the states of the region and trying to instigate a huge war in Far East, with the aim to restore their full control on the area. At the same time, we are fighting so that Italian workers begin to see immigrants and workers of Bangladesh, Asia and other continents not as competitors to defend against, but as class allies with whom to start weaving a unitary struggle against the greedy monster that, although in different ways, is oppressing the ones and the others: imperialism and international capitalism.

সাভার শ্রমিক হত্যার মূলত অপরাধী ইউরোপ, ইতালী ও পশ্চিমা বিশ্ব বাজার।

বুধবার ২৪শে এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের রাজধানীর ঢাকার নিকটে সাভার এলাকায় আট তলা বিশিষ্ঠ একটি ভবন ধসে পরে। ভবনটিতে পাঁচটি পোষাক তৈরি কোম্পানির তিন হাজার এর উপর শ্রমিক ছিল। ভবনটিতে ফাটল নজরে আসার কারনে ভবনটি কাজের জন্য নিরাপদ নয় বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই ফাটল অবস্থা থাকা সত্বেও উৎপাদন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয় । যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে আর ঐ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৮৫০ জন শ্রমিক মারা যায়। (বেশিরভাগই নারী ও অল্পবয়সী)

ভবন ধসের পর হাজার হাজার পেষাক শ্রমিকরা সাভারে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের জন্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে, বিক্ষোভ কারীদের সাথে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে।

বিক্ষোভকারীরা সাভারের শ্রমিক হত্যার জন্য শুধু স্থানীয় মালিক বা স্থানীয় সরকারকে দায়ী করেনি সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিক পোশাক কম্পোনি গুলোর আর্থিক লোভকে ও দায়ী করে। ঠিক, তাই, হাঁ আমরাও মনে করি এই ঘটনার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিক পোষাক কোম্পানি গুলো দায়ী কারন ঐ কোম্পানি গুলো খুব ভাল করেই জানে খুবই অল্প পয়সায় তারা (মাসিক মাএ ৩০ ইউরো তে ১২-১৩ ঘন্টা ও কোন নিরাপত্তা ছাড়া) শ্রম কিনে লাভবান হবেন।

৫০০ বছরের উপনৈবেশিক শাসন ও শোসনের কারনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারন ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। বছরের পর বছর পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদীদের শোষনের কারনে শ্রমিকগণ দাস প্রথায় পরিনত হয়েছে। তবে আজ চায়না ও এশিয়া জনসংখ্যা বহুল দেশের শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে কিছুটা হলেও সচেতন। তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলোন করে যাচ্ছে এবং ঢাকাতে বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সভা, প্রচার চলছে এটাই তার প্রমান।

আমাদের সংগঠন OCI পক্ষ থেকে বাংলাদেশে সংগ্রামী শ্রমিকদের জানাই লাল সালাম। আমরা সাভারের শ্রমিক হত্যার কারন সর্ম্পকে ইতালিয়ান শ্রমিকদেরকে অবহিত করছি যে, এই দূর্ঘটনার জন্য দায়ী পশ্চিমা বিশ্বের আমদানি কারক পোষাক ব্যবসায়ী ও ইতালীয়ান ব্যবসায়ীগনও এর দায়দায়ীত্ব বহন করে।

আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাহাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি এশিয়ার শ্রমিক শোষন নীতি। এই পশ্চিমা বিশ্ব একের পর এক যুদ্ধ ও অসহ অবস্থার সৃষ্টি করছে এশিয়ার মূদ্রা বাজার ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করার জন্য। এরা এক শ্রমিকের বিপক্ষে অপর শ্রমিক ব্যবহার করে চলছে। এই অবস্থায় আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রমান করতে হবে, ইতালীয়ান শ্রমিক এশিয়ার শ্রমিকের বিপক্ষে নয়, ইউরোপ শ্রমিক বাংলাদেশী শ্রমিকের বিপক্ষে নয়। আমাদের সকলের দায়ীত্ব সকল শ্রমিক একত্রিত হয়ে মোকাবিলা করা এই ভয়ঙ্কর আর্ন্তজাতিক পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে।

NOSTRE SEDI
Torino: v. Vagnone 17/A, aperta giovedì ore 21.00 - 22.30
Milano: v. Ricciarelli 37, aperta lunedì ore 21.00 - 22.30
Marghera: presso il centro sociale Gardenia in p.zza del Municipio, lunedì ore 18.00 - 20.00
Roma: v. dei Reti 19/A, aperta lunedì ore 20.30 - 22.30

PER METTERSI IN CONTATTO SCRIVERE A:
"che fare" casella postale 7032 - Roma Nomentano - 00162 ROMA
Internet: www.che-fare.org E-mail: posta@che-fare.org tel. 342 - 3854869

ABBONAMENTI A "CHE FARE"
per 5 numeri: € 30,00 -sostenitore € 50,00
C/C postale n° 40687808 oppure bonifico bancario su conto
IT-74-Z-07601-03400-000040687808
intestati a: Associazione Edizioni "che fare", v. dei Reti 19/A - 00185 Roma